যুগান্তর

তারিখ ... 04 APR 2015 ...
পৃষ্ঠা ১৩ ... কলাম ... ৭ ...

কিডনি পাচার চক্রের হাতেই খুন শিবগঞ্জের দুই স্কুলছাত্রী

রাজশাহী *ব্যুরো ও* **শিবগঞ্জ** *প্রতিনিধি*,

কিডনি ও শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে নেয়ার জন্যই চাঁপাইনবাবগঞ্জে শিবগঞ্জের কানছিড়া ডাক্তারপাড়ার স্কুলছাত্রী লতিফা (৯) ও আখি আক্তারকে (৯) অপহরণের পর নৃসংশভাবে খুন করা হয়। কিডনি পাচারকারী একটি চক্র দুই স্কুলছাত্রীকে অপহরণের পর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে নিয়ে গেছে। অপহরণ ও হত্যার সঙ্গে স্থানীয় সন্ত্রাসী আরিফ বাহিনীর সদস্যরা জড়িত বলে এলাকাবাসী ও পুলিশ জানিয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে থানায় মামলা দায়েরের পর পুলিশ আরিফের স্ত্রী মেসনারা (৩০) ও আনারুলের স্ত্রী আকতারা খাতুনকে (৩০) আটক করেছে পুলিশ।

লাশের সুরতহাল প্রস্তুতকারী শিবগঞ্জ থানার এসআই নুরে আলম বলেছেন, আপাতত মনে হচ্ছে কিডনি ও অঙ্গ পাচার চক্রই স্কুলছাত্রীদের খুন করেছে। তবে ধর্ষণ বা অন্য কোনো কারণেও তাদের খুন করা হতে পারে।

শুক্রবার সকালে ঘটনাস্থল সরেজমিন ঘুরে দেখা গেছে, লতিফা ও আখির নৃসংশ হত্যাকাণ্ডের পর থেকে চরাঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে উপস্থিতি কমে গেছে। বাবুপুর মাদ্রাসার অধ্যক্ষ নুরুল ইসলাম বলেন, আমাদের কাছে পরিষ্কার যে স্থানীয় একটি পাচারকারী চক্র লতিফা আর আখির কিডনি, চোখ ও মাথা কেটে নিয়েছে।

মূলত কিডনি ও অঙ্গ বিক্রির জন্যই লতিফা ও আখিকে অপহরণ ও খুন করা হতে পারে বলে মন করছেন চাঁপাইনবাবগঞ্জের সিভিল সার্জন (সিএস) ডা. আলাউদ্দিন। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদনের বরাতে তিনি আরও জানান, দুই স্কুলছাত্রীর শরীর থেকে কিডনিগুলো নিখুঁতভাবে কেটে নেয়া হয়েছে। এতে ধারণা করা হয় এ কাজে দক্ষরা অংশ নিয়েছে। তাছাড়া চোখগুলোও নিখুঁতভাবে তুলে নেয়া হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে তাদের সঙ্গে চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শী কেউ ঘটনাস্থলে থাকতে পারেন। লতিফার বাবা আবদুল লতিফ ও আখির বাবা **স্কুলছাত্রী : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৫**

স্কুলছাত্রী : শিবগঞ্জের

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

আশরাফুল আলম জানান, আরিফের নেতৃত্বে শাকিল, তরিকুল, আনারুল, বারিকুলসহ ১০-১২ জনের একটি সন্ত্রাসী দল রয়েছে। তারা ঘটনারকয়েকদিন আগে থেকে কানছিড়া গ্রামের রোজবুলের দোকানে আড্ডা দিত। স্কুলগামী মেয়েদের অনুসরণ করেছে। লতিফা ও আখিকে ডেকেও আগের দিন চকলেটও দিয়েছে। এ চক্র ঘটনার দিন সকালে মোটরসাইকেল নিয়ে এলাকায় ঘোরাঘুরি করেছে। ঘটনার দিন সন্ধ্যার পর বাহিরাগত কয়েকজন অচেনা লোক তাদের সঙ্গে ছিল। এ চক্রই লতিফা ও আখিকে অপহরণের পর খুন করেছে বলে বিষয়টি এখন এলাকাবাসীর মুখে মুখে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, দীর্ঘদিন আরিফের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা সন্ত্রাসী চক্রটি নদীপথে ভারত থেকে পাচার হয়ে আসা গরু-মহিষ ডাকাতি করে আসছে। লতিফা ও আখি নিখোঁজের পর দিন এ বাহিনীর অন্যতম সন্ত্রাসী বারিকুল সীমান্তে গরু ছিনতাই করতে গিয়ে বিএসএফের গুলিতে আহত হয়ে হাসপাতালে নেয়ার পথে মারা গেছে। স্থানীয়রা আরও জানায়, যেদিন লতিফা ও আখি নিখোঁজ হয়েছে সেদিন থেকেই আরিফ বাহিনীর সদস্যরা দোভাগী ঝাইলপাড়া থেকে পালিয়েছে। তারা তাদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদেরও অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে গেছে। তবে গত বৃহস্পতিবার পুলিশ দোভাগীর আশপাশের কয়েকটি গ্রামে অভিযান চালিয়ে আরিফ ও আনারুলের স্ত্রীকে আটক করেছে।

শিবগঞ্জ থানার ওসি ময়নুল ইসলাম সাংবাদিকদের জানান, আরিফের নেতৃত্বে সন্ত্রাসী বাহিনী টাকার লোভে দুই স্কুলছাত্রীকে অপহরণের পর খুন করে তৃতীয় কোনো পক্ষের কাছে তাদের কিডনি বিক্রি করেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, আরিফ ও আনারুলের স্ত্রী ঘটনা সম্পর্কে জানে। তাদের এ কারণে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, গত ২৮ মার্চ চরবাবুপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী লতিফা ও আখি স্কুলে যাওয়ার পথে নিখোঁজ হয় ১ এপ্রিল গ্রামের পার্শ্ববর্তী ভুট্টা খেতে তাদের ক্ষতবিক্ষত লাশ পাওয়া যায়।